Knowledge Management & Skills

Theme 1:
Citizen Service Delivery

Theme 2:
Knowledge Management & Skills

Theme 3:
Policy Evaluation & Formulation

Theme 4:
Performance & Efficiency Management

Theme 5:
Interconnectedness through Digital Transformation

Theme 6:
Transparency, Effectiveness & Accountability

Change-Innovation-Reform Action Plan (CIRAP)

A Co-creation of 119th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

পরিবর্তন-উদ্ভাবন-সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

পাইলট উদ্যোগ ০১:

নেত্রকোনা জেলার হস্তশিল্প খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন (From Local to Global)

পাইলট উদ্যোগ ০২:

"জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির" কোর্সসমূহে নতুন ট্রেড/ বিষয় অন্তর্ভূক্তি

পাইলট উদ্যোগ ০৩ :

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার্থীদের তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা

পাইলট উদ্যোগ ০৪ :

সঠিক নৈতিকতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে নাগরিক সেবা (যে কোন ধরণের সেবা) সহজীকরণ

পাইলট উদ্যোগ ০৫ :

ইআরডির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবস্থাপনা কাঠামো

পাইলট উদ্যোগ ০৬ :

ছাত্র-ছাত্রীদের নেতৃত্বে দায়িত্বশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

নাহিদ আফরোজ

যুগ্মসচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

নেত্রকোনা জেলার হস্তশিল্প খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন (From Local to Global)

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে হস্তশিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, যা কেবল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বহন করে না, গ্রামীণ পর্যায়ে, বিশেষত নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উৎস। বর্তমানে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ এ খাতে কর্মরত, যার মধ্যে ৬০% নারী। মান ও সার্টিফিকেশনের অভাব, আন্তর্জাতিক বাজারের উপযোগী ডিজাইন ও উদ্ভাবনের সীমাবদ্ধতা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণপ্রাপ্তিতে জটিলতা , পাশাপাশি কাস্টমস ও লজিস্টিক প্রক্রিয়া, আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কিংয়ের ঘাটতি নারী উদ্যোক্তাদের বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। ফলে হস্তশিল্প খাতে নারীদের রপ্তানি সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

উদ্যোগের বর্ণনা

নেত্রকোনা জেলা ঐতিহ্যবাহী বুননশিল্প, মাটির কাজ, বাঁশ-বেতের পণ্য, পাট, হোগলা, কচুরিপানা, কাপড়, নকশিকাঁথা ও অন্যান্য হস্তশিল্প উৎপাদনে সমৃদ্ধ। এই পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত, ডিজাইন, বিপণন দক্ষতা করা এবং রপ্তানি ইকোসিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করে আন্তর্জাতিক মান, সার্টিফিকেশন, পণ্য উন্নয়ন ও বাজার সংযোগের সক্ষমতা বাড়ানো হবে। এছাড়া সহজ শর্তে অর্থায়ন, ডিজিটাল মার্কেটিং, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহন, ই-কমার্স ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের উদ্যোক্তা হতে পূর্ণকালীন রপ্তানিকারকে রুপান্তর করা হবে , যা নারীর ক্ষমতায়ন ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

পাইলট উদ্যোগের শিরোনাম:

নেত্রকোনা জেলার হস্তশিল্প খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন (From Local to Global)

(খ) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে?

বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (BPC), সহযোগিতায় Women Entrepreneurs Network for Development (WEND)

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে?

নেত্রকোনা জেলা

পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী?

নেত্রকোনা জেলা ঐতিহ্যবাহী বুননশিল্প, মাটির কাজ, বাঁশ-বেতের পণ্য, পাট, হোগলা, কচুরিপানা, কাপড়, নকশিকাঁথা ও অন্যান্য হস্তশিল্প উৎপাদনে সমৃদ্ধ। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে এগুলোকে রপ্তানি করার সক্ষমতা এখনো গড়ে ওঠেনি। সে বিবেচনায় পাইলট হিসেবে নেত্রকোনা জেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে।

পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে?

১লা নভেম্বর ২০২৫- ৩১ মে ২০২৬

পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে

- ১০০ জন প্রশিক্ষিত নারী উদ্যোক্তা।
- ২০০ জন সহায়ক শ্রমশক্তি কর্মসংস্থান।
- ২০ টি নতুন রপ্তানি-মানসম্পন্ন ডিজাইন তৈরি।
- ১০% উদ্যোক্তা প্রথম বছরে রপ্তানি চুক্তি করবে।

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে?

কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী
নীতি ও রপ্তানি সহায়তা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
নারী উদ্যোক্তা নির্বাচন, দক্ষতা উন্নয়ন এর জন্য প্রশিক্ষন এর আয়োজন , সমন্বয়, আর্থিক ও logistic সহায়তা	BPC – WEND
অর্থায়ন	SME ফাউন্ডেশন / ব্যাংক
বাজার সংযোগ আন্তর্জাতিক ক্রেতা, এজেন্ট এর সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহন	সংশ্লিষ্ট দেশের বাণিজ্যিক উইং এর কর্মকর্তা, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশন
দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা	NGO ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
e-commerce, ডিজিটাল মার্কেটিং প্রশিক্ষন	আইসিটি BPC
মনিটরিং ও মূল্যায়ন	বাণিজ্য মন্ত্রনালয় ও বিপিসি

পাইলট বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরণের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে?

এই পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক, মানব সম্পদ, প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ সমন্বিতভাবে ব্যবহার করা হবে। প্রকল্প তহবিল ব্যবহার করা হবে নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, পণ্য উন্নয়ন, ডিজিটাল বিপণন, রপ্তানি-সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের জন্য। দক্ষ জনবল, কারিগরি বিশেষজ্ঞ ও মেন্টরদের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, মানোন্নয়ন ও বাজার-সংযোগে সহায়তা প্রদান করা হবে। তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হবে। পাশাপাশি, সরকারী সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগীদের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নারী-নেতৃত্বাধীন এসএমই-এর রপ্তানি-অংশগ্রহণ নিশ্চিত ও একটি টেকসই রপ্তানি-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা হবে।

পাইলট বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরণের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে?

কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	সমন্বয়/মন্তব্য
নারী উদ্যোক্তা নির্বাচন (১০০ জন)	BPC-WEND, স্থানীয় NGO	১ম মাস	স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরন
দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (ডিজাইন, মান, সার্টিফিকেশন)	BPC-WEND, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	২য়- ৩য় মাস	অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক নিয়োগ, আন্তর্জাতিক ডিজাইন, মান, সার্টিফিকেশন পর্যালোচনা
ইনকিউবেশন সাপোর্ট (ব্র্যান্ডিং, প্যাকেজিং, ই-কমার্স)	SME ফাউন্ডেশন,ICT BPC	৪র্থ মাস	আন্তর্জাতিক মানের প্রতি ফোকাস
অর্থায়ন সংযোগ (SME ফান্ড/ব্যাংক ঋণ)	ব্যাংক , SME ফাউন্ডেশন,	৫ম- ৬ষ্ঠ মাস	সহজ শর্তে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার
আন্তর্জাতিক বিজনেস মিট / মেলা/প্রদর্শনী	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ,বিপিসি , এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন	৭ম মাস	বাংলাদেশ মিশনের বাণিজ্যিক উইং এর কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ ,অন্তত ১০ জন উদ্যোক্তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ
প্রাথমিক রপ্তানি কার্যক্রম	উদ্যোক্তা ও এক্সপোর্টার, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	৭ম মাস	ছোট পরিসরে রপ্তানি পরীক্ষা
মনিটরিং ও মূল্যায়ন	বাণিজ্য মন্ত্রনালয় , BPC – WEND	চলমান	পরিদর্শন, মাসিক রিপোর্ট

টেকসইকরণের কৌশল

জনপ্রিয়করণের কৌশল:

- স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে (প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়া) সফলতার গল্প তুলে ধরা, হস্তশিল্প মেলায় অংশগ্রহণ।

মনিটরিং কৌশল:

- ত্রৈমাসিক পারফরম্যান্স রিভিউ (QPR)
- ডিজিটাল মনিটরিং: ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে বিক্রয়, গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া ও অন্যান্য তথ্য নিয়মিত ট্র্যাক করা। উৎপাদন কেন্দ্রে পরিদর্শন।

টেকসইকরণ ও প্রতিলিপি (Replication) কৌশল:

- প্রকল্প শেষে হস্তশিল্প হাবটিকে স্থানীয় নারী উদ্যোক্তাদের একটি সমবায় সমিতির কাছে হস্তান্তর করা।
- রিভলভিং ফান্ড: সিঁড মানি ফেরত আসার পর তা থেকে একটি রিভলভিং ফান্ড তৈরি করে নতুন উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন করা।
- বিপিসি এর নীতিমালার মধ্যে এই প্রকল্প কে অন্তর্ভুক্ত করা।
- মডেল ডকুমেন্টেশন: প্রকল্পের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া, চ্যালেঞ্জ এবং সফলতার উপর ভিত্তি করে একটি "পাইলট মডেল ডকুমেন্ট" তৈরি করা, যা অন্য জেলা এবং অন্যান্য খাত ভিত্তিক কাউন্সিল এ প্রতিলিপির জন্য ব্যবহার করা হবে।

শাহীন আক্তার
যুগ্মসচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

"জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির" কোর্সসমূহে নতুন ট্রেড/ বিষয় অন্তর্ভূক্তি

গভর্ন্যান্স সমস্যার বর্ণনা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো নারীর দক্ষতা উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও নতুন ট্রেড সংযোজনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের গভর্ন্যান্স সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমত, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা বড় একটি প্রতিবন্ধকতা। নতুন ট্রেড চালু করতে অতিরিক্ত বাজেট, সরঞ্জাম, প্রশিক্ষক ও অবকাঠামো প্রয়োজন হয়, যা সীমিত অর্থনৈতিক সামর্থ্যের কারণে অনেক সময় সম্ভব হয় না। বিদ্যমান নীতিমালাও একটি বড় প্রতিবন্ধক, কেননা এতে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ও বর্তমান সময়ের চাহিদাসম্পন্ন খুব বেশি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ নেই। দ্বিতীয়ত, শ্রমবাজার ও প্রশিক্ষণ চাহিদা নির্ধারণে পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব রয়েছে। কোন ট্রেড নারীদের জন্য উপযুক্ত এবং বাজারে কতটা চাহিদাসম্পন্ন তা নির্ধারণ না করেই অনেক সময় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়, ফলে তা কার্যকর হয় না।

এ ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি—দক্ষ প্রশিক্ষক, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মানসম্মত সিলেবাসের অভাবও নতুন ট্রেড চালুর পথে বাধা সৃষ্টি করে। কিছু প্রতিষ্ঠানে প্রথাগত ট্রেডের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা দেখা যায়, যেমন সেলাই, হস্তশিল্প বা কারুশিল্প, যা বর্তমান শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতামূলক নয়। অন্যদিকে সামাজিক ও নিরাপত্তাজনিত বাধা নারীদের আধুনিক ট্রেডে (যেমন আইটি, ইলেকট্রিক্যাল, অটোমোবাইল) অংশগ্রহণ সীমিত করে।

এই সীমাবদ্ধতাগুলোর ফলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সময়োপযোগী হতে পারে না এবং নারীরা আধুনিক শ্রমবাজারে পিছিয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ, কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যায়, নারীরা প্রশিক্ষণে আগ্রহ হারায়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরাও বাজারে কাজ না পেয়ে বেকার থাকে। এর ফলে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যাহত হয় এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতায় নারী-পুরুষের মধ্যে ডিজিটাল বৈষম্য আরও গভীর হয়। সামগ্রিকভাবে, এই গভর্ন্যান্স সমস্যাগুলো প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কার্যকারিতা, অন্তর্ভুক্তি এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে বড় বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা: সমাধানের উপায়সমূহ

- শ্রমবাজার বিশ্লেষণ করে নতুন ট্রেড সংযোজন , যেমন: আইটি, গ্রাফিক ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং, মোবাইল সার্ভিসিং ইত্যাদি।
- নারীদের জন্য নিরাপদ প্রশিক্ষণ পরিবেশ নিশ্চিত করে প্রযুক্তিনির্ভর ট্রেডে উদ্বুদ্ধ করা।
- প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ToT) ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকীকরণ।
- বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়িয়ে বেসরকারি খাত ও এনজিও পার্টনারশিপের মাধ্যমে যুগোপযোগী ট্রেড চালু, যেমন: IT বা হসপিটালিটি ট্রেড
- অঞ্চলভিত্তিক শ্রমবাজার ও আগ্রহ বিশ্লেষণ করে সীমিত আকারে ২-৩টি নতুন ট্রেড পাইলট প্রকল্প আকারে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা।
- পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করে নতুন ট্রেডএর কার্যকারিতা মূল্যায়ন।

- অংশগ্রহণকারী নারীদের চাহিদা ও আগ্রহের আলোকে তাদের মতামতের ভিত্তিতে ট্রেড নির্বাচন।
- ট্রেড আপডেট ও রিভিউ পলিসির আলোকে প্রতি বছর ট্রেডগুলোর চাহিদা ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে নতুন ট্রেড অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রাখা।
- স্বল্প ব্যয়ে আইটি বা সফট স্কিল ট্রেড শেখাতে অনলাইনভিত্তিক মডিউল চালু ও হাইব্রিড প্রশিক্ষণের সংযোজন।

সমস্যা সমাধানের ফলাফল

সমাধান বাস্তবায়নের পর	সম্ভাব্য ফলাফল
নতুন ট্রেড পাইলট করার মাধ্যমে	আধুনিক ট্রেডের চাহিদা যাচাই হবে
নারীদের অংশগ্রহণ বাড়বে	কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি
প্রশিক্ষণের বৈচিত্র্য বাড়বে	নারী প্রশিক্ষণার্থীদের আগ্রহ ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি
বাজার চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন করার ফলে	দক্ষ কর্মী গড়ে ওঠায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা
প্রকল্পের কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে	সরকারিভাবে বড় আকারে নতুন ট্রেড বাস্তবায়নের ভিত্তি তৈরি

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:

"জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির" কোর্সসমূহে নতুন ট্রেড/ বিষয় অন্তর্ভুক্তি

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান:

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

পাইলটিংএর স্থান ও বিবেচনার যৌক্তিকতা:

উপপরিচালক, ঢাকা জেলা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর-এর কার্যালয়ে "জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি"-এর আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। দূরত্ব, প্রশিক্ষণার্থী ও বিশেষজ্ঞ প্রাপ্যতা এবং বাস্তবায়ন সুবিধা বিবেচনায় বাছাই করা হয়েছে।

পাইলটিং এর মেয়াদ:

জানুয়ারি ২০২৬ থেকে জুন ২০২৬

পাইলটিং এর ফলে উপকৃত ব্যক্তির সংখ্যা ও অর্থ সাশ্রয়ের পরিমাণ:

২০ জনের প্রতিটি কোর্স এর খরচ প্রত্যেকের ৫,০০০ টাকা করে আনুমানিক ১ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হবে। কোর্স ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী এটি বৃদ্ধি পাবে। সম্ভাব্য কর্মসংস্থানের বিষয়টি ছাড়াই এ ধারণা করা হয়েছে।

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত অংশিজন এবং তাদের ভূমিকা

ক্রম	অংশিজন	ভূমিকা
১	প্রশিক্ষক	নির্ধারিত ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান
২	প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ফিডব্যাক প্রদান
৩	বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি	পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান
৪	বিশেষজ্ঞ (কমিটি সদস্য)	পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান
৫	অধিদপ্তরের কর্মকর্তা	মনিটরিং
৬	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা	প্রাপ্ত ফলাফল কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন

পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে রিসোর্স ব্যবহারের পরিকল্পনা

রিসোর্সের ধরন	ব্যবহার/কাজ	উদ্দেশ্য
মানবসম্পদ	দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ, সমন্বয়কারী ও মনিটরিং টিম গঠন	সম্মানীর ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ পরিচালনা, উপস্থিতি ও ফলাফল পর্যবেক্ষণ
আর্থিক রিসোর্স	বাজেট বরাদ্দ, ভাতা প্রদান, উদ্যোক্তাদের ঋণ/ কর্মসংস্থান সহায়তা	নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো, প্রশিক্ষণ শেষে আয়-উপার্জন ও উদ্যোক্তা সাপোর্টএর মাধ্যমে টেকসই করা
প্রযুক্তিগত রিসোর্স	কম্পিউটার ল্যাব, ইন্টারনেট, সফটওয়্যার, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, অন্যান্য প্রশিক্ষণ উপকরণ	আধুনিক ট্রেড (আইটি, ফ্রিল্যান্সিং ইত্যাদি) শেখানো
প্রাতিষ্ঠানিক রিসোর্স	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাছাই কমিটি, মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, এন জি ও অংশীদারিত্ব	কারিকুলাম উন্নয়ন, মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন
সামাজিক রিসোর্স	স্থানীয় কমিউনিটি লিডার, উদ্যোক্তা নেটওয়ার্ক	নারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা, প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থান সংযোগ ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটির সফল বাস্তবায়ন ও টেকসইকরণ কৌশল

পাইলট প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বহুবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এতে বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধন এবং পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন। বাস্তবায়ন পর্যায়ে এই অর্থ যোগান নিশ্চিত করা জরুরি, অন্যথায় মাঝ পর্যায়ে এটি থেমে গেলে এর কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জিত হবে না। নিয়মিত মনিটরিং ও সমন্বয় না থাকলে এর অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও অভীষ্ট গ্রুপগুলোর সম্পৃক্ততা এখানে অপরিহার্য। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েদের কম র্সংস্থান এই পাইলটিংএর একটি বড় চ্যালেঞ্জ। শুরু থেকেই টেকসই করার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর না হলে এর সাফল্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

১. প্রতিষ্ঠানিকীকরণ (Institutionalization)

- পাইলট কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা ও ফলাফল অনুযায়ী মূল কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের নিয়মিত সমন্বয় সভা ও মনিটরিং কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ
- প্রয়োজন হলে বিদ্যমান নীতিমালার সংশোধনের মাধ্যমে পাইলট উদ্যোগকে বৈধ কাঠামোর মধ্যে আনয়ন

২. অংশীদারিত্ব ও মালিকানা তৈরি (Stakeholder Engagement & Ownership)

- সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি সংগঠন এবং অভীষ্ট গ্রুপকে শুরু থেকেই সম্পৃক্ত করা।
- পাইলট এলাকার স্থানীয় প্রশাসন এবং কমিউনিটি লিডারদের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা।
- স্টেকহোল্ডার ও অভীষ্ট গ্রুপের (target group) মতামত গ্রহণ ও চাহিদার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।

৩. আর্থিক টেকসইতা (Financial Sustainability)

- কর্মসূচির বাজেটে অর্থ সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ
- বেসরকারি খাতের অংশ গ্রহণ/ সহায়তার সুযোগ খুঁজে দেখা।
- দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখা।

৪. সক্ষমতা উন্নয়ন (Capacity Building)

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, মাঠপর্যায়ের কর্মী ও কমিউনিটি প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ
- দক্ষ জনবল তৈরি ও প্রশিক্ষকদের আপডেট রাখা
- নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, গাইডলাইন প্রস্তুত করা।

৫. তথ্যভিত্তিক মনিটরিং ও মূল্যায়ন (Data-driven Monitoring & Evaluation)

- কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ
- নির্দিষ্ট সূচক নির্ধারণ করে ফলাফল পরিমাপ
- প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত গ্রহণ করে প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন এবং অন্যান্য এলাকায় রেপ্লিকেশনের জন্য প্রস্তুত করা।

৬. সচেতনতা ও প্রচারণা (Awareness & Advocacy)

- পাইলট উদ্যোগের সফলতা ও প্রভাব নিয়ে মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং স্থানীয়ভাবে প্রচার চালানো
- প্রচারপত্র বিতরণ, কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে অভীষ্ট গ্রুপের মধ্যে উদ্যোগটির গুরুত্ব ও উপকারিতা তুলে ধরা।

৭. রেপ্লিকেশন ও স্কেল-আপ কৌশল (Replication & Scaling Strategy)

- পাইলট এলাকায় পাওয়া ফলাফল ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অন্য এলাকায় প্রয়োগের জন্য রোডম্যাপ তৈরি।
- Government-to-Government (G2G) অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরি।
- সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে তা মোকাবেলার পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ।

৮. প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষণার্থীদের নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা

- শিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থান বা উদ্যোক্তা হওয়ার পথ তৈরি;
- প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য মেন্টরশিপ ও ইনকিউবেশন সাপোর্ট;
- স্থানীয় বাজার ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নারীদের পণ্য ও সেবার প্রচার-প্রসার

উপসংহার

পাইলট প্রকল্প সফল হলে পর্যায়ক্রমে জীবিকায়ন কোর্সসমূহে নতুন সংযোজিত ট্রেডসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এর বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সহযোগিতামূলক ও উদ্যোগী মানসিকতা প্রয়োজন। সবোপরি, প্রশিক্ষণের উপযুক্ত নারীগণকে প্রস্তাবিত নতুন কোর্সসমূহে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে এ পাইলটিংএর সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করবে।

সৈয়দ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন
যুগ্মসচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রনালয়

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার্থীদের তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা

গর্ভন্যান্স সমস্যার বর্ণনা

বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে করা শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ উপযুক্ত কর্মে নিয়োজিত হতে পারছে না। তথ্য সংগ্রহের সময় দেখা যায়, ৪৮৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫৭.৩% শিক্ষার্থী বেকার।

কারিগরি শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান না হওয়ার পিছনে বেশ কিছু কারন রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশের সার্বিক বেকারত্ব, আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষতার অভাব, প্রয়োজনীয় দক্ষ শিক্ষকের অভাব, শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় না থাকা ইত্যাদি।

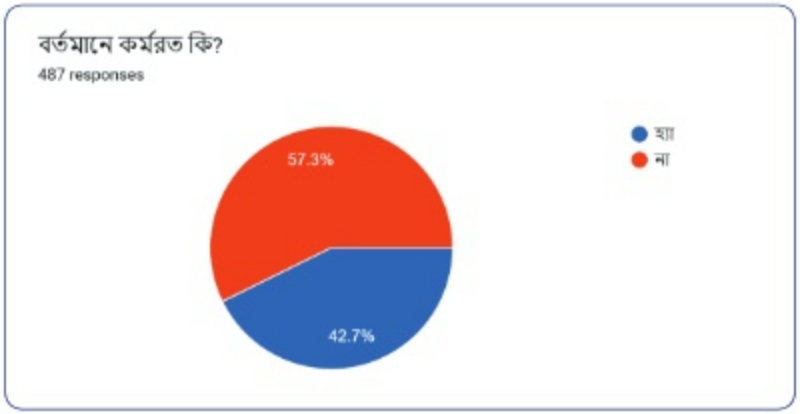

এসব সমস্যার সমাধানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর বিনিয়োগ প্রয়োজন, যা এই রিফর্ম-পরিবর্তন-সংস্কার উদ্যোগের আওতাবর্হিভূত। কাজেই, এই রিফর্ম-পরিবর্তন-সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনার আওতায় একটি স্বল্পমেয়াদে বাস্তবাযনযোগ্য উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে, যা কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে পাশ করা শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে পারে। এই কর্মপরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য কারিগরি পাশ করা শিক্ষার্থীদের বিষয় ও দক্ষতা ভিত্তিক একটি তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা যার মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিত দক্ষতা এবং শিক্ষার্থীদের অর্জিত দক্ষতার মধ্যে সমন্বয় সাধন হয়।

উদ্যোগের বর্ননা:

রিফর্ম-পরিবর্তন-সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনার আওতায় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পাশ করা শিক্ষার্থীদের বিষয় ও দক্ষতা ভিত্তিক একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হবে। তথ্য সংগ্রহ ফরমে শিক্ষার্থীরা এই তথ্যভান্ডারে নিম্নবর্নিত বিষয়াবলী থাকা জরুরি বলে মনে করেন:

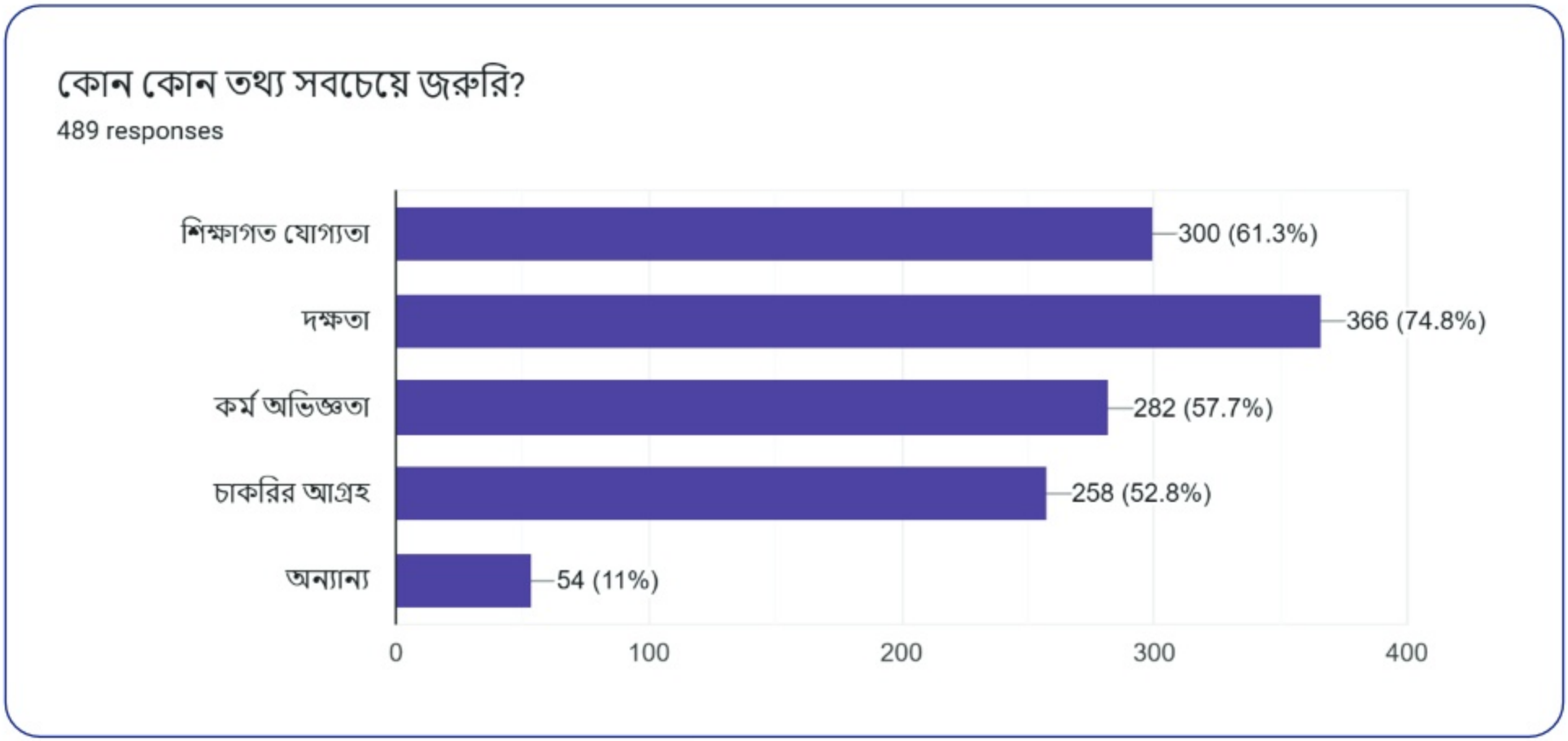

বাস্তবায়ন পর্যায়ে সকল স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যভান্ডারের ডিজাইন প্রস্তুত করা হবে। দেশ-বিদেশের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ও পেশাজীবী সংগঠনের সাথে MOU স্বাক্ষর করা হবে,যাতে তাঁরা তথ্য ভান্ডারটি ব্যবহার করে কর্মী নিয়োগ করতে পারেন। তথ্য সংগ্রহ ফরমে উত্তরদাতা ৪৮০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯০.২ %শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে কোন উদ্বেগ নেই বলে মন্তব্য করলেও, দেশের প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক ব্যক্তিগত তথ্যের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান:

পাইলট উদ্যোগের শিরোনাম:

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার্থীদের তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

পাইলটিং স্থান:

ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগ

যৌক্তিকতা:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ি, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৬.৮% শতাংশ বসবাস করে। এই দুই বিভাগের কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রতি বছর গড়ে প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থী পাশ করছে। কাজেই, সংস্কার উদ্যোগটি এই দুই বিভাগে গ্রহন করা হলে মোট সুবিধাভোগীর একটি বড় অংশই এর আওতায় চলে আসবে।

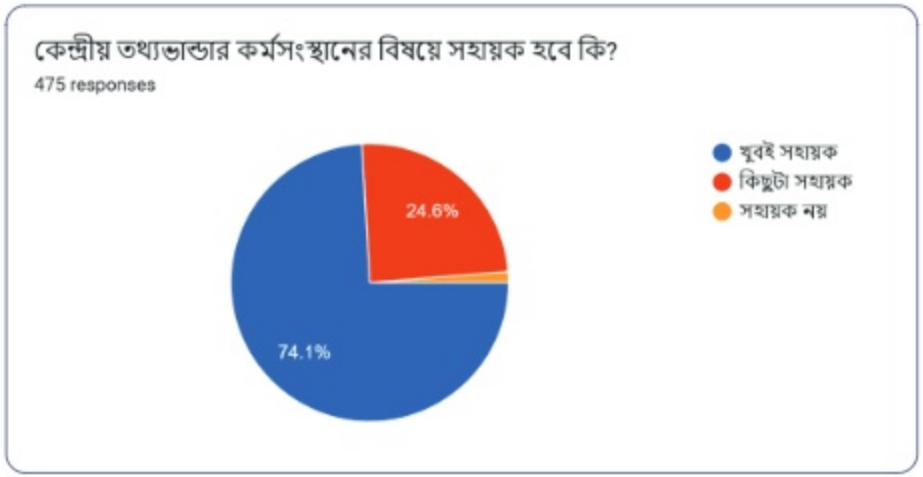

সময়সীমা:

নভেম্বর ২০২৫ – এপ্রিল ২০২৫

নাগরিক সুবিধা:

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে প্রতি বছর প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থী পাশ করছে। সেই হিসাবে তিন বছরে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। কাজেই প্রাথমিক ভাবে ধরা যায়, এই উদ্যোগটির উপকারভোগীর সংখ্যা ত্রিশ হাজার জন। আশা করা যায়, এই তথ্যভান্ডারে নিবন্ধিত শিক্ষার্থীদের অন্তত: ৫০% অর্থাৎ পণের হাজার শিক্ষার্থীদের দ্রুত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তথ্য সংগ্রহ ফরমে ৪৭৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭৪.১% শিক্ষার্থী খুবই সহায়ক হবে বলে মন্তব্য করেন, ২৪.৬% শিক্ষার্থী কিছুটা সহায়ক হবে বলে মন্তব্য করেন। শুধুমাত্র ১.৩% শিক্ষার্থী সহায়ক নয় বলে মন্তব্য করেন।

স্টেকহোল্ডার অংশগ্রহন ও ব্যবস্থাপনা:

ক্রমিক নং	স্টেকহোল্ডারের নাম	ভূমিকা	সমন্বয়
১	কারিগরি ও মদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	নীতি প্রনয়ন, অনুমোদন ও মনিটরিং	কারিগরি ও মদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
২	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	কারিগরি সহায়তা ও সমন্বয়	ঐ
৩	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ	ঐ
৪	বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও এসোসিয়েশন	প্রধান ব্যবহারকারি, MOU সম্পাদন	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
৫	কারিগরি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকবৃন্দ	শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়	ঐ
৬	বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন সমূহ	বিদেশি নিয়োগকারদের সাথে MOU সম্পাদন	কারিগরি ও মদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৭	প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া	সচেতনতা বৃদ্ধি করণ	কারিগরি ও মদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৮	সচেতন নাগরিক সমাজ	সচেতনতা বৃদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ	ঐ

সকল স্টেকহোল্ডারের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাঁদের ভূমিকা, প্রভাব ও আগ্রহ চিহ্নিত করে এই তথ্য ভান্ডারটি গড়ে তোলা হবে। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহন দ্রুত হবে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হবে।

প্রয়োজনীয় সম্পদ ও উৎস:

প্রযুক্তিগত সম্পদ:

- এই ধরনের তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বেসরকারি খাতের রয়েছে। ভেন্ডর নিয়োগের মাধ্যমে উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা হবে।

মানব সম্পদ:

- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে সহকারি প্রোগ্রামার, প্রোগ্রামার, সিস্টেম এনালিস্ট ইত্যাদি পদ রয়েছে যারা তথ্য ভান্ডার গঠন, বুঝে নেওয়া এবং পরবর্তীতে রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারবে।

আর্থিক সম্পদ:

- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব আয় হতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।

বিস্তারিত কার্যক্রম:

ক্রম	কার্যক্রম	সময়	বাস্তবায়নকারী	সমন্বয়
১।	স্টেকহোল্ডার মতবিনিময়	১ম সপ্তাহ, নভেম্বর ২০২৫	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	কারিগরি ও মাদাসা শিক্ষা বিভাগ
২।	বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রনয়ন	২য় সপ্তাহ, নভেম্বর ২০২৫	ঐ	ঐ
৩।	পরিকল্পনা অনুমোদন	৩য় সপ্তাহ, নভেম্বর ২০২৫	কারিগরি ও মাদাসা শিক্ষা বিভাগ	ঐ
৪।	সম্ভাব্য ভেন্ডরদের আলোচনা	৩য় সপ্তাহ, নভেম্বর ২০২৫	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	ঐ
৫।	তথ্যবান্ডারের ডিজাইন প্রনয়ন	৪র্থ সপ্তাহ, নভেম্বর ২০২৫	ঐ	ঐ
৬।	ভেন্ডর নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	১ম সপ্তাহ, ডিসেম্বর ২০২৫	ঐ	ঐ
৭।	ভেন্ডর নিয়োগ	৩য় সপ্তাহ, ডিসেম্বর ২০২৫	ঐ	ঐ
৮।	তথ্যভান্ডার বাস্তবায়ন	ডিসেম্বর ২০২৫ - জানুয়ারি ২০২৬	নির্বাচিত ভেন্ডর	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
৯।	তথ্য ভান্ডার ট্রায়ল রান	১ম সপ্তাহ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	ঐ	ঐ
১০।	তথ্য সন্নিবেশ করন	২-৪র্থ সপ্তাহ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	ঐ	ঐ
১১।	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU সম্পাদন	মার্চ, ২০২৬	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	কারিগরি ও মাদাসা শিক্ষা বিভাগ

টেকসই কৌশল:

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করায়, দেশীয় প্রযুক্তি ও দক্ষতা ব্যবহার করায় এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ জনবল থাকায় উদ্যোগটি টেকসই হবে বলে আশা করা যায়।

মো: রেজাউল আলম সরকার
যুগ্ম সচিব
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী

সঠিক নৈতিকতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে নাগরিক সেবা (যে কোন ধরণের সেবা) সহজীকরণ

ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর মূল ভিত্তি উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত। দেশের ৪৯২টি উপজেলায় বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, যেগুলোর কার্যকারিতা জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সরাসরি প্রভাব ফেলে। এই প্রেক্ষাপটে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নৈতিকতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা আরো কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

নীতিনৈতিকতার চর্চা কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনসেবায় প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। এই পাইলট উদ্যোগে রাজশাহী বিভাগের তিনটি দূরবর্তী উপজেলায় সেবাদানকারী সরকারি কর্মচারীদের নৈতিকতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে এর প্রভাব মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে।

উদ্দেশ্যসমূহ

১। উপজেলায় কর্মরত কর্মকর্তাদের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।
২। নৈতিকতা ও জনসেবা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি।
৩। দক্ষ, সৎ ও সেবানির্ভর মানবসম্পদ তৈরি।
৪। সরকারি সেবা গ্রহণে সাধারণ জনগণের সন্তুষ্টি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি।
৫। সুশাসনের মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনা।

নির্বাচিত পাইলট এলাকা

১। শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (জেলা সদর থেকে ৪০ কি.মি দূরে)
২। কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ (জেলা সদর থেকে ৩৫ কি.মি দূরে)
৩। কালাই, জয়পুরহাট (জেলা সদর থেকে ৩০ কি.মি দূরে)

লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম: জানুয়ারী-২০২৬ এর সূচী

তারিখ	উপজেলার নাম	হালচিত্র	২ ঘন্টার প্রশিক্ষণ
০২/০১/২০২৬	শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সকাল ৯:০০ ঘটিকার মধ্যে শিবগঞ্জ উপজেলায় অফিস কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র।	সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ
১২/০১/২০২৬	কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ	সকাল ৯:০০ ঘটিকার মধ্যে কাজীপুর উপজেলায় অফিস কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র।	সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ
২২/০১/২০২৬	কালাই, জয়পুরহাট	সকাল ৯:০০ ঘটিকার মধ্যে কালাই উপজেলায় অফিস কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র।	সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ

লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম: ফেব্রুয়ারী-২০২৬ এর সূচী

তারিখ	উপজেলার নাম	হালচিত্র	২ ঘন্টার প্রশিক্ষণ
০৪/০২/২০২৬	শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সকাল ৯:০০ ঘটিকার মধ্যে শিবগঞ্জ উপজেলায় অফিস কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র।	সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ
১৪/০২/২০২৬	কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ	সকাল ৯:০০ ঘটিকার মধ্যে কাজীপুর উপজেলায় অফিস কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র।	সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ
২৪/০২/২০২৬	কালাই, জয়পুরহাট	সকাল ৯:০০ ঘটিকার মধ্যে কালাই উপজেলায় অফিস কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র।	সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ

লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম: মার্চ-২০২৬ এর সূচী

তারিখ	উপজেলার নাম	হালচিত্র	২ ঘন্টার প্রশিক্ষণ
০৪/০৩/২০২৬	শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সকাল ৯:০০ ঘটিকার মধ্যে শিবগঞ্জ উপজেলায় অফিস কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র।	সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ
১৪/০৩/২০২৬	কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ	সকাল ৯:০০ ঘটিকার মধ্যে কাজীপুর উপজেলায় অফিস কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র।	সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ
২৪/০৩/২০২৬	কালাই, জয়পুরহাট	সকাল ৯:০০ ঘটিকার মধ্যে কালাই উপজেলায় অফিস কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র।	সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ

মূল প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু

- কর্মক্ষেত্রে নৈতিকতা: সংজ্ঞা ও প্রয়োগ
- সুশাসন ও স্বচ্ছতা
- দুর্নীতি প্রতিরোধে কর্মপদ্ধতি
- জনসেবার মনোভাব ও আচরণ
- নেতৃত্ব, সময় ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতা
- স্থানীয় জনগণের সাথে আচরণ ও সহানুভূতিশীল যোগাযোগ

প্রত্যাশিত ফলাফল

- কর্মকর্তাদের মধ্যে নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি
- সেবার মান ও নাগরিক সন্তুষ্টির উন্নয়ন
- দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির প্রবণতা হ্রাস
- অন্যান্য উপজেলায় প্রয়োগযোগ্য একটি আদর্শ মডেল তৈরি

চ্যালেঞ্জসমূহ

- কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অনাগ্রহ
- স্থানীয় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ
- সঠিক মূল্যায়নের ঘাটতি
- সীমিত বাজেট ও সম্পদ

সমাধানমূলক পদক্ষেপ

- প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা
- স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয় ও তদারকি বৃদ্ধি
- বাজেট ও সময় ব্যবস্থাপনায় বাস্তবতা বিবেচনা
- অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ তৈরি

উপসংহার

নৈতিকতা ও দক্ষতার সমন্বয়ে উন্নত মানবসম্পদ গড়ে তুললে উপজেলাভিত্তিক নাগরিক সেবা আরও কার্যকর হবে। এই পাইলট উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন হলে এটি একটি জাতীয় মডেল হিসেবে গৃহীত হতে পারে। ফলে দেশের প্রতিটি উপজেলায় জনবান্ধব, সেবামূলক ও জবাবদিহিতাপূর্ণ প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

মোহাম্মদ রাজিবুল ইসলাম
যুগ্মসচিব
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

ইআরডির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবস্থাপনা কাঠামো

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের বহিঃঋণ, উন্নয়ন সহযোগিতা, জলবায়ু অর্থায়ন, এবং নতুন প্রজন্মের অর্থায়ন যন্ত্র (blended finance, green bond, carbon trading) ব্যবস্থাপনা এখন অত্যন্ত জটিল ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে। ইআরডি কর্মকর্তাদের অনেকসময় প্রকল্প দরকষাকষি, ঋণ ঝুঁকি মূল্যায়ন, আন্তর্জাতিক আইন, এবং উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে কৌশলগত আলোচনায় বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের ঘাটতি দেখা যায়। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর concessional loan কমে গিয়ে non-concessional ও বাণিজ্যিক ঋণ বাড়বে, যা কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ অপরিহার্য। এ ছাড়া ইআরডিকে শুধু আর্থিক চুক্তি নয়, জলবায়ু অর্থায়ন, টেকসই ঋণ বিশ্লেষণ (Debt Sustainability Analysis), এবং উদ্ভাবনী অর্থায়নে (innovative financing instruments) দক্ষ হতে হবে। তাই মানবসম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়নকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে আনা অপরিহার্য।

ইকোনমিক রিলেশন্স ডিভিশন (ইআরডি)-এর কার্যক্রম বহুমাত্রিক ও জটিল, যেখানে বহিঃঋণ ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন সহযোগিতা সমন্বয়, আন্তর্জাতিক দরকষাকষি, জলবায়ু অর্থায়ন ও উদ্ভাবনী অর্থায়ন যন্ত্রের ব্যবহার একসাথে সম্পাদন করতে হয়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা (knowledge & experience) সংরক্ষণ এবং প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরের একটি শক্ত কাঠামো এখনো নেই। ফলে কর্মকর্তাদের রদবদল বা অবসর গ্রহণের সাথে সাথে মূল্যবান অভিজ্ঞতা হারিয়ে যায়, এবং একই ধরণের কাজে বারবার নতুন করে শেখার প্রয়োজন হয়। এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি (institutional memory) দুর্বল হয়, সমন্বয় ও নীতি নির্ধারণে ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয়।

গভর্ণেন্স সমস্যা

কর্মকর্তাদের ঘন ঘন রদবদল বা অবসরের কারণে মূল্যবান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হারিয়ে যায়। প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি (institutional memory) দুর্বল থাকায় অনেক কাজ নতুন করে শুরু করতে হয়। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে দরকষাকষি ও ঋণ ব্যবস্থাপনায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যবহার করা যায় না। জলবায়ু অর্থায়ন, উদ্ভাবনী অর্থায়ন (blended finance, carbon market) ইত্যাদি নতুন খাতের জ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষিত নয়।

গভর্ণেন্স সমস্যা

- ব্যক্তিগত ও ডিভিশন-ভিত্তিক ডকুমেন্ট/এক্সপার্ট-নলেজ রয়েছে, কিন্তু সিস্টেমেটিক কোলেকশন ও শেয়ারিং কম।
- প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অনিয়মিত ও কাস্টমাইজড নয়।
- প্রকল্প-চুক্তি/ডিলিগেশন প্রক্রিয়ায় জ্ঞান-হস্তান্তর ও স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনস কম।
- ডকুমেন্টেশন, রেকর্ড-ট্র্যাকিং ও লেসন-লার্নড (lessons learned) প্রক্রিয়া দুর্বল।
- আইটি/ডিজিটাল সমর্থন সীমিত: কেন্দ্রীয় কনটেনট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নেই বা পুরোনো।

গভর্ণেন্স সমস্যার সৃষ্ঠ অসুবিধা

- জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি থাকছেনা
- মূল্যবান কাগজপত্র, দলিলাদি, চুক্তি, সমঝোতা স্বারক, মুল্যবান অভিজ্ঞতা, শিক্ষনীয় কেইস সমূহ বিচ্ছিন্ন ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পদ্ধতিগতভাবে সংরক্ষিত থাকছেনা। ফলে প্রয়োজনে এগুলোকে ব্যবহার বা এগুলো থেকে সাহায্য নেওয়া যাচ্ছে না।
- কর্মকর্তাদের মধ্যে সক্ষমতার ঘাটতি তৈরি হচ্ছে।
- জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান সীমিত
- সিদ্ধান্তগ্রহণে তথ্য ও অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছেনা
- কর্মচারি বদলি বা অবসরে গেলে তথ্য ও অভিজ্ঞতা হারিয়ে যাচ্ছে
- নতুন কর্মচারি যোগদান করলে তাকে কাঙক্ষিত সক্ষমতায় নিতে অনেক সময় লাগছে
- কর্মচারিগণ কাজের ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যাশিত দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারছেনা

সমস্যা সমাধানে গৃহীত উদ্যোগঃ ইআরডির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবস্থাপনা কাঠামো

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইআরডির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাঠামোগত সংস্কার অপরিহার্য। একটি সমন্বিত Knowledge Management and Learning Framework থাকলে কর্মকর্তাদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক দরকষাকষির অভিজ্ঞতা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষিত হবে; নতুন কর্মকর্তারা দ্রুত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন এবং নীতি প্রণয়নে ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে; আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে আলোচনায় ইআরডির অবস্থান হবে আরও শক্তিশালী ও তথ্যনির্ভর; বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে উদীয়মান অর্থায়ন কৌশল (climate finance, blended finance, carbon market) ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। অতএব, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রবর্তন ইআরডিকে একটি জ্ঞান-ভিত্তিক (knowledge-driven) ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্মার্ট সংগঠনে রূপান্তর করবে, যা ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় টেকসই সক্ষমতা গড়ে তুলবে।

প্রস্তাবিত সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলাফল/প্রভাব

- প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি সংরক্ষিত ও প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরিত হবে।
- ঋণ ব্যবস্থাপনা ও দরকষাকষিতে ধারাবাহিকতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs), ভিশন ২০৪১ ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।
- অর্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত ও প্রজন্মান্তরে হস্তান্তর নিশ্চিত করা।
- কর্মকর্তাদের জ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি প্রণয়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- জলবায়ু অর্থায়ন, ব্লেন্ডেড ফাইন্যান্স, গ্রিন বন্ড ও কার্বন মার্কেটের মতো উদীয়মান খাতে দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি জোরদার করা।
- ইআরডিকে একটি আধুনিক, তথ্য-সমৃদ্ধ ও জ্ঞান-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তর করা।

প্রস্তাবিত কাঠামোগত সংস্কার উদ্যোগ

- Knowledge & Innovation Unit প্রতিষ্ঠা – ইআরডির অধীনে একটি বিশেষায়িত সেল গঠন, যা নথি, অভিজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক সেরা চর্চা সংরক্ষণ ও প্রচার করবে।
- Digital Knowledge Management Platform – উন্নয়ন সহযোগিতা, ঋণ চুক্তি, দরকষাকষির শিক্ষা, প্রকল্প অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল ডেটাবেস তৈরি।
- Learning & Capacity Development Framework – কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, e-learning মডিউল, ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞান শেয়ারিং কর্মশালা চালু।
- Experience Documentation System – অবসরে যাওয়া বা অন্যত্র বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা institutional archive-এ অন্তর্ভুক্ত করা।
- Knowledge Partnership – IMF, World Bank, ADB, UNDP প্রভৃতি সংস্থার সাথে knowledge exchange program চালু।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

শিরোনাম:

ইআরডির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান:

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

পাইলটিং ক্ষেত্র:

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

পাইলটিং সময়:

নভেম্বর ২৫ থেকে ডিসেম্বর ২৬

উপকারভোগী:

ই আর ডি অফিসিয়ালস

অর্থায়নে:

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের সাথে কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদের ভূমিকা কি হবে

কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	কি ভূমিকা এবং কিভাবে
পলিসি প্রনয়ন/নির্দেশনা প্রদান	ই আর ডি	উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সচিব মহোদয়ের নিকট হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রাপ্তি
উদ্যোগ বাস্তবায়ন	ই আর ডি	• উদ্যোগ বাস্তবায়নে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সকল উইঙয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি সভা আহবান, উদ্যোগ বাস্তবায়নে টীম গঠণ • বর্তমান অবস্থার সমীক্ষা পরিচালনা • সুনিদৃষ্ট কাজ চিহ্নিত করা • কাজসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও জনবল নিয়োজন • ই আর ডির আইসিএফসি সেলে Knowledge and Experiment Management Unit কে স্থাপনের জন্য সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা গ্রহণ • ICFC সেলের ই-লার্নিং প্লাটফর্মকে Digital Knowledge Management Platform হিসাবে প্রস্তুত করা • সকলের জন্য Learning & Capacity Development Frameworkতৈরি করা • Experience Documentation Systemতৈরি • Knowledge Partnership – IMF, World Bank, ADB, UNDPপ্রভৃতি সংস্থার সাথে knowledge exchange programচালু।
কারিগরি সহযোগিতা	ই আর ডি-এর প্রশাসন উইং, আইসিটি শাখা/আইসিএফসি সেল	Existing E-learning Platform Software Customization, Data input, বাগ ফিক্সিং, ইউজার ইন্টারফেস উন্নয়ন
মনিটরিং ও মূল্যায়ন	ই আর ডি	• কমিট নিয়মিত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে • সভা করে সচিব মহোদয়কে আপডেট জানাবে

কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	কি ভূমিকা এবং কিভাবে
দক্ষতা উন্নয়ন	ই আর ডিএর আইসিএফসি সেল ও আইটি সেল	• যারা এই প্লাটফর্ম পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্বে থাকবেন তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। • ব্যবহারকারীদের জন্য ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করা • ই আর ডি এর ওয়েবসাইটে লিংক তৈরি ও প্রচারের ব্যবস্থাকরা
সিকিউরিটি আডিট ও ডেটা প্রটেকশন	ই আর ডিএর আইসিটি শাখা	প্রয়োজনীয় ডাটা প্রটেকশন সফটওয়ার/ফায়ার ওয়াল প্রস্তুত করা

সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত কার্যক্রম ও সময়ানুগ ম্যাট্রিক্স

কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত সময়	মন্তব্য
উদ্যোগ বাস্তবায়নে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সকল উইঙয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি সভা আহবান, উদ্যোগ বাস্তবায়নে টীম গঠণ	ই আর ডি	৭-১৫ দিন	
বর্তমান অবস্থার সমীক্ষা পরিচালনা	ই আর ডি	১৬- ৩০তম দিন	
সুনিদৃষ্ট কাজ চিহ্নিত করা, কাজসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও জনবল নিয়োজন	ই আর ডি	৩১-৬০তম দিন	
ই আর ডির আইসিএফসি সেলে Knowledge and Experiment Management Unit কে স্থাপনের জন্য সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা গ্রহণ	ই আর ডি	৬১- ৬৬তম দিন	
ICFC সেলের ই-লার্নিং প্লাটফর্মকে Digital Knowledge Management Platform হিসাবে প্রস্তুত করা	আইসিটি সেল ও আইসিএফসি সেল ই আর ডি	৬৭- ৯০তম দিন	
সকলের জন্য Learning & Capacity Development Frameworkতৈরি করা	সংশ্লিষ্ট টীম, ই আর ডি	৬০ থেকে ৯০তম দিন	
Experience Documentation System তৈরি	সংশ্লিষ্ট টীম, ই আর ডি	৬০-৯০তম দিন	
Knowledge Partnership – IMF, World Bank, ADB, UNDP প্রভৃতি সংস্থার সাথে knowledge exchange program চালু।	সংশ্লিষ্ট টীম, ই আর ডি	৯০- ১৮০তম দিন	

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটির সফল বাস্তবায়ন ও টেকসইকরণ কৌশল

১. প্রতিষ্ঠানিকীকরণ (Institutionalization)

- জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে ইআরডির একটি স্থায়ী ইউনিট বা সেল আকারে প্রতিষ্ঠা করতে হবে (যেমন: Knowledge and Innovation Management Cell)।
- এই ইউনিটকে সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করে নির্দিষ্ট দায়িত্ব, বাজেট ও কর্মপরিধি দিতে হবে।
- ইআরডির বিভিন্ন উইং, প্রকল্প ও ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের সঙ্গে সমন্বিত ডেটা ও ইনফরমেশন শেয়ারিং মেকানিজম গড়ে তুলতে হবে।
- একটি Policy Directive বা Operational Guideline প্রণয়ন করতে হবে যাতে জ্ঞান ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি, অনুমোদন ও ব্যবহার প্রক্রিয়া নির্ধারিত থাকে।

২. Financial Sustainability (আর্থিক টেকসইতা)

- ইআরডির নিজস্ব বাজেটে "Knowledge Management and Capacity Development" নামে একটি স্থায়ী বাজেট লাইন সংযোজন করা উচিত।
- উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর (যেমন: UNDP, World Bank, ADB ইত্যাদি) technical assistance ও co-financing model কাজে লাগিয়ে প্রাথমিক বিনিয়োগ টেকসই করা যায়।
- জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম থেকে উৎপন্ন তথ্য বা প্রকাশনা open-access ও partnership-based উপায়ে বিতরণ করলে অতিরিক্ত অর্থায়নের সুযোগ তৈরি হবে।

৩. Technical Sustainability (প্রযুক্তিগত টেকসইতা)

- একটি Digital Knowledge Repository বা ERD Knowledge Portal তৈরি করা দরকার, যাতে নীতি-নথি, প্রকল্প শিখন, ট্রেনিং মডিউল ও রিসোর্স আর্কাইভ সংরক্ষিত থাকবে।
- তথ্য হালনাগাদ রাখতে cloud-based automated system ব্যবহার করতে হবে।
- সাইবার নিরাপত্তা, ডেটা ব্যাকআপ ও ইউজার এক্সেস কন্ট্রোল নিশ্চিত করতে হবে।
- ইআরডির আইটি টিমকে নিয়মিত আপস্কিলিং এর মাধ্যমে প্রযুক্তিগত স্থায়িত্ব বজায় রাখতে হবে।

৪. Human Resource Sustainability (মানবসম্পদ টেকসইতা)

- ইআরডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত ট্রেনিং, অনলাইন কোর্স ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সেশন চালু রাখতে হবে।
- Knowledge Champions বা Resource Persons নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে শেখার সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে হবে।
- নতুন কর্মকর্তাদের জন্য Knowledge Induction Program প্রবর্তন করা দরকার।
- কর্মদক্ষতার মূল্যায়নে (Performance Appraisal) knowledge sharing ও innovation contribution অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৫. Popularization Strategy (জনপ্রিয়করণ কৌশল)

- Knowledge portal ও এর রিসোর্সগুলো user-friendly ও bilingual (বাংলা ও ইংরেজি) করতে হবে।
- সফল নীতি বা প্রকল্পের অভিজ্ঞতা knowledge brief, newsletter, video documentary, seminar/webinar এর মাধ্যমে প্রচার করতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও মিডিয়ার সঙ্গে partnership program গড়ে তোলা যেতে পারে।

৬. Participatory Approach (অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি)

- জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কাঠামো উন্নয়নে ইআরডির বিভিন্ন উইং, লাইনে মন্ত্রণালয়, এবং উন্নয়ন সহযোগীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- Feedback loop নিশ্চিত করতে হবে যাতে ফিল্ড লেভেল ও প্রকল্প লেভেল থেকে পাওয়া বাস্তব অভিজ্ঞতা নীতি প্রণয়নে প্রতিফলিত হয়।
- একটি Knowledge Sharing Forum বা Community of Practice (CoP) তৈরি করা যেতে পারে যেখানে কর্মকর্তারা নিয়মিত মতবিনিময় করবেন।

৭. Monitoring and Evaluation Mechanism (মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা)

- জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য Key Performance Indicators (KPI) নির্ধারণ করতে হবে, যেমন:
  - জ্ঞানভাণ্ডারে নতুন তথ্য যুক্ত করার হার
  - ট্রেনিং বা কর্মশালার পর্যালোচনামূলক ফলাফল
  - Knowledge portal ব্যবহারকারীর সংখ্যা
  - নীতি বা প্রকল্প প্রণয়নে ব্যবহৃত তথ্যের পরিমাণ
- একটি Annual Knowledge Report প্রকাশের মাধ্যমে অগ্রগতি মূল্যায়ন করা উচিত।
- Independent review বা third-party evaluation এর মাধ্যমে কাঠামোর কার্যকারিতা যাচাই করা যেতে পারে।

শেখ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

ছাত্র-ছাত্রীদের নেতৃত্বে দায়িত্বশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা

সমস্যার কারণ:

- স্কুল পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর কোনো সমন্বিত পাঠ্যক্রমের অভাব।
- উৎস থেকে বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতার প্রচণ্ড ঘাটতি।
- ল্যান্ডফিলের সংকট এবং টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিকল্প সমাধানের অভাব।

সমস্যার ফলাফল:

- শহরের যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপ, যা জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।
- ল্যান্ডফিলগুলোর উপর ক্রমবর্ধমান চাপ এবং দ্রুত ভরাট হয়ে যাওয়া।
- নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ববোধের অভাব, যা চসিকের পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে।

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা

সমস্যা সমাধানের উপায়:

এই উদ্যোগটি "ট্রেইনিং অফ ট্রেইনার্স (ToT)" মডেলে বাস্তবায়ন করা হবে। একজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ করে চসিকের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া (উৎপাদন, পৃথকীকরণ, সংগ্রহ, পরিবহন ও নিষ্পত্তি) সম্পর্কে স্কুল-উপযোগী শিক্ষণীয় মডিউল তৈরি করা হবের। এই মডিউল অনুযায়ী, প্রতিটি স্কুল থেকে নির্বাচিত শিক্ষকদের "মাস্টার ট্রেইনার" হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পরবর্তীতে, এই প্রশিক্ষিত শিক্ষকরা নিজ নিজ স্কুলে অন্যান্য শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে "পরিবেশ দূত" (Environment Ambassador) নির্বাচন করে তাদের প্রশিক্ষণ দেবেন । প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের জন্য সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন (STS) এবং ল্যান্ডফিল সরেজমিনে পরিদর্শনের আয়োজন করা হবে ।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

- একটি মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী পরিবেশ শিক্ষা ম্যানুয়াল তৈরি হবে, যা চসিকের জন্য একটি স্থায়ী ও মূল্যবান সম্পদে পরিণত হবে।
- পাইলট পর্যায়ে প্রায় ১০,০০০ শিক্ষার্থী ও ২০০ জন শিক্ষক সরাসরি প্রশিক্ষিত হবেন।
- শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবারে এই শিক্ষা ছড়িয়ে দেবে, যার ফলে উপকারভোগীর সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে এক বৃহত্তর নাগরিক গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করবে।
- এর চূড়ান্ত ফলাফল হলো নাগরিকদের মধ্যে, বিশেষ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে, একটি স্থায়ী আচরণগত পরিবর্তন আনা এবং চট্টগ্রামকে একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও টেকসই নগরী হিসেবে গড়ে তোলা।

উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

পাইলট উদ্যোগের শিরোনাম:

"ছাত্র-ছাত্রীদের নেতৃত্বে দায়িত্বশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত সচেতনতা এবং উৎস থেকে বর্জ্য পৃথকীকরণ উদ্যোগ"।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান:

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (সহযোগিতায়: শিক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ)।

পাইলটিং এর স্থান ও যৌক্তিকতা:

চসিক পরিচালিত ১০টি নির্বাচিত স্কুল ও কলেজে পাইলটিং করা হবে। এর মাধ্যমে উদ্যোগটির কার্যকারিতা যাচাই করে পরবর্তীতে শহরব্যাপী সম্প্রসারণ করা সহজ হবে।

পাইলটিং এর সময়কাল:

অক্টোবর ২০২৫ থেকে জুন ২০২৬।

উপকারভোগী:

পাইলট পর্যায়ে প্রায় ১০,০০০ শিক্ষার্থী এবং ২০০ জন শিক্ষক সরাসরি উপকৃত হবেন। তাদের মাধ্যমে প্রায় ৪০,০০০ পারিবারিক সদস্য সচেতন হবেন। দীর্ঘমেয়াদে, বর্জ্য পৃথকীকরণের ফলে রিসাইক্লিং বৃদ্ধি পাবে এবং ল্যান্ডফিলের ব্যবস্থাপনা ব্যয় হ্রাস পাবে, যা চসিকের অর্থ সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখবে।

SWOT বিশ্লেষণ

Strength (শক্তি):

চসিকের বিদ্যমান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো, প্রশাসনিক সহায়তা এবং শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর সুযোগ।

Weakness (দুর্বলতা):

নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব এবং স্কুল পাঠ্যসূচিতে এ বিষয়ে অন্তর্ভুক্তির অভাব।

Opportunities (সুযোগ):

টেকসই শহর নির্মাণে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে একটি সামাজিক আন্দোলন তৈরির সম্ভাবনা।

Threats (ঝুঁকি):

নাগরিকদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতা না পাওয়া এবং বাজেট স্বল্পতা।

বিস্তারিত কার্যক্রম ও সময়সূচি

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	সময়কাল	সমন্বয়ের বিষয়/মন্তব্য
০১	প্রকল্প দল গঠন ও পাইলট স্কুল নির্বাচন।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর, শিক্ষা বিভাগ	অক্টোবর, ২০২৫	ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয়।
০২	বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া।	প্রকল্প দল	নভেম্বর, ২০২৫	অর্থ ও আইন বিভাগের সাথে সমন্বয়।
০৩	শিক্ষণীয় মডিউল ও উপকরণ চূড়ান্তকরণ।	পরামর্শক ও প্রকল্প দল	ডিসে, ২০২৫ - জানু, ২০২৬	শিক্ষকদের মতামত গ্রহণ।
০৪	শিক্ষকদের জন্য কেন্দ্রীয় "ToT" কর্মশালা।	পরামর্শক ও প্রকল্প দল	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬	শিক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।
০৫	স্কুলে শিক্ষক ও "পরিবেশ দূত"দের প্রশিক্ষণ।	মাস্টার ট্রেইনারগণ	মার্চ–মে, ২০২৬	স্কুল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ।
০৬	STS ও ল্যান্ডফিল সরেজমিনে পরিদর্শন।	প্রকল্প দল ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ	মার্চ–মে, ২০২৬	পরিবহন ও নিরাপত্তার জন্য সমন্বয়।
০৭	ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচারণা কার্যক্রম শুরু।	পরিবেশ দূতগণ	মার্চ–মে, ২০২৬	স্থানীয় মিডিয়ার সাথে সমন্বয়।
০৮	মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত।	প্রকল্প দল	জুন, ২০২৬	ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান।

Key Performance Indicators (KPIs)

সূচক	লক্ষ্য	সময়কাল	পরিমাপ পদ্ধতি
প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী	১০,০০০ জন	জুন ২০২৬	উপস্থিতি রেজিস্টার
প্রশিক্ষিত শিক্ষক (মাস্টার ট্রেইনার)	২০০ জন	ফেব্রুয়ারি ২০২৬	প্রশিক্ষণ ডাটাবেজ
উৎস থেকে বর্জ্য পৃথকীকরণে অংশগ্রহণ	কমপক্ষে ৬০% শিক্ষার্থী	জুন ২০২৬	স্কুল পর্যায়ে সার্ভে
অনুমোদিত শিক্ষা মডিউল	১টি	ডিসেম্বর ২০২৬	প্রাতিষ্ঠানিক অনুমোদনপত্র

টেকসইকরণ কৌশল

- উদ্যোগ এগিয়ে নেওয়া ও বন্ধ হওয়া রোধের কৌশল: এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য একটি স্থায়ী টাস্কফোর্স গঠন করা হবে এবং চসিকের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) এই কার্যক্রমের জন্য নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে।
- জনপ্রিয়করণ ও অংশগ্রহণমূলক কৌশল: প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে উদ্যোগটির ব্যাপক প্রচারণা চালানো হবে। বছর শেষে সেরা স্কুল, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের "গ্রিন অ্যাওয়ার্ড" প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হবে।
- মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা: একটি ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে প্রতিটি স্কুলের কার্যক্রম রিয়েল-টাইমে মনিটরিং করা হবে এবং অনলাইন ফিডব্যাক সিস্টেম চালু করা হবে। পাইলট শেষে একটি নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হবে।
- রেপ্লিকেশন/রোলিং আউট কৌশল (সম্প্রসারণ): পাইলট প্রকল্পের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে, প্রথম ধাপে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত সকল স্কুল ও কলেজে এই কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। পরবর্তীতে, এই উদ্যোগ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ম্যানুয়াল ও অভিজ্ঞতা শহরের অন্যান্য বেসরকারি ও সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হবে, যাতে পুরো নগরীর ছাত্র-ছাত্রীরা এর সুফল পায়।
- স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: সফলতার পর, এই শিক্ষাক্রমটি চসিক পরিচালিত সকল স্কুলের সহ-শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং প্রতিটি স্কুলে একটি করে "এনভায়রনমেন্ট ক্লাব" গঠন করে এর কার্যক্রম চলমান রাখা হবে।

119th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

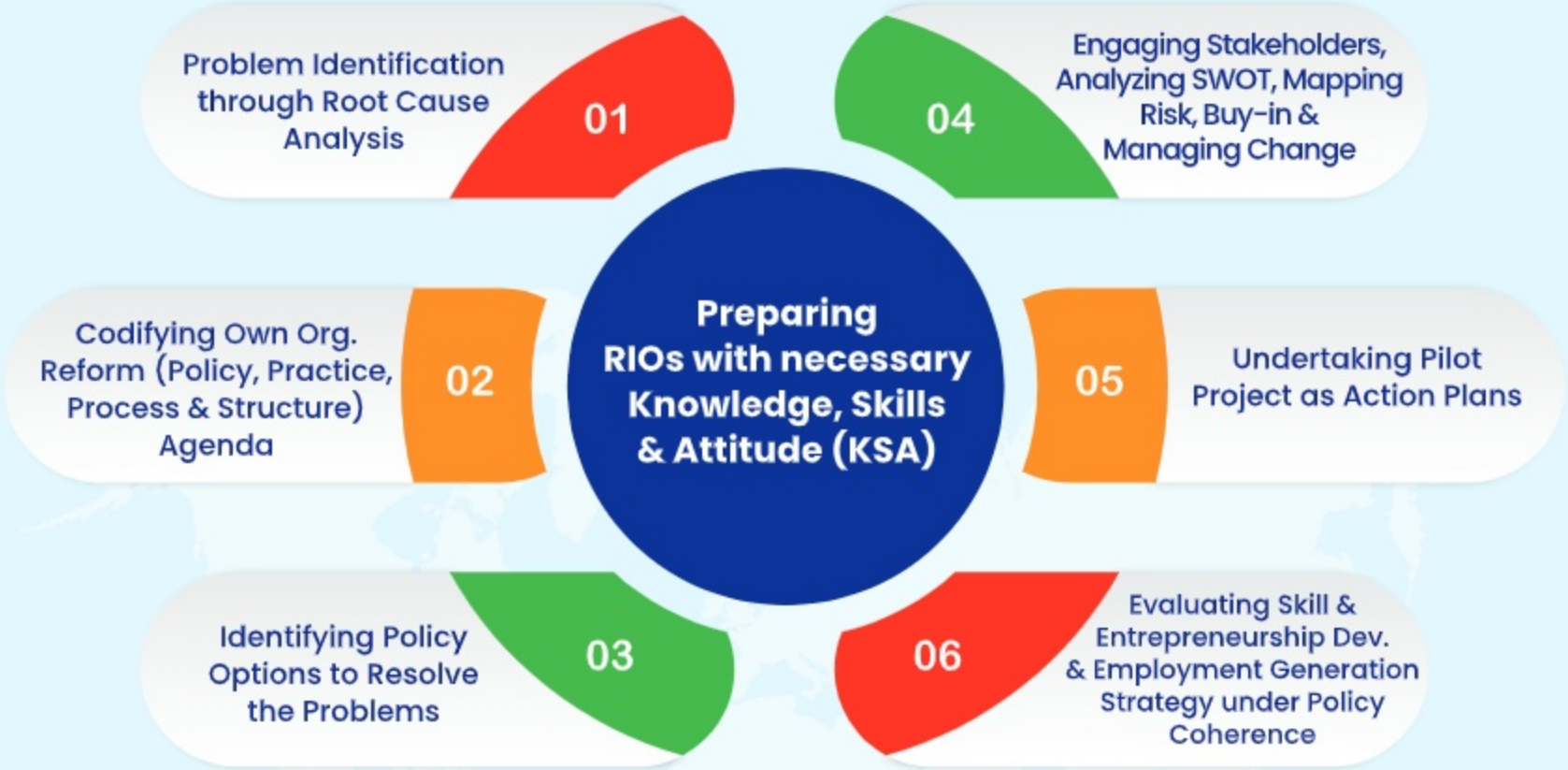

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC